জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ কীভাবে শিক্ষাদান করবেন তার নির্দেশিকা

শিশু অধিকার সনদ বিষয়ে প্রায়ই করা প্রশ্নমালা

শিশু অধিকার সনদ কী বস্তু?
শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) এখন পর্যন্ত শিশু অধিকারের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীন বয়ান এবং ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে অনুসমর্থিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি।

কারা এবং কখন এই সনদে স্বাক্ষর করে?
এই সনদ ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯৫টি দেশ এই সনদকে অনুসমর্থন দিয়েছে। আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বাদবাকি সব রাষ্ট্র এই সনদে স্বাক্ষর করেছে।

এতে কয়টি অনুচ্ছেদ আছে?
এই সনদে ৫৪টি অনুচ্ছেদ আছে যেগুলোতে শিশুর জীবনের সব দিক উঠে এসেছে এবং যেসব নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সব শিশুরা সর্বত্র পাওয়ার দাবি রাখে সেসব তুলে ধরা হয়েছে।

সব শিশুরই কি অধিকার আছে?
হ্যাঁ, প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে। জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা, সক্ষমতা অথবা অন্য কোনো সামাজিক মর্যাদা যাই হোক না কেন, প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে।

এই সনদে শিশুকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?
এই সনদে "শিশু" বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী সব মানবসন্তানকে বোঝানো হয়েছে হবে, যদি না প্রাসঙ্গিক আইনে আরো কম বয়সীদেরও সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

কিছু অধিকার কি অন্য কতগুলো থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
সনদটিকে একটি একক সমগ্র রূপে বিবেচনা করতে হবে: সব অধিকার পরস্পর সম্পর্কিত, এবং কোনো অধিকার অন্যটি থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই সনদের ৩০তম বার্ষিকী কেন গুরুত্বপূর্ণ?
গৃহীত হওয়ার পর ৩০ বছরে এই সনদ শিশুদের জীবন পাল্টে দিতে সাহায্য করেছে। এটি বিভিন্ন দেশের সরকারকে নিজ নিজ আইন ও নীতি বদলাতে এবং বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছে, যাতে আরো শিশু তাদের বেঁচে থাকা ও বিকাশের জন্য দরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি পায়; বেশি সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে পারে এবং সহিংসতা ও শোষণ থেকে শিশুদের সুরক্ষায় অধিকতর ভালো বন্দোবস্ত করা যায়। এর ফলে আরো বেশি করে শিশুরা তাদের সমাজে নিজেদের মতামত তুলে ধরতে এবং অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এই অগ্রগতি সত্ত্বেও সনদটির পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন বা ব্যাপক জানাবোঝা এখনও হয়ে উঠেনি। আর আজো বহু শিশুর শৈশব ক্ষণস্থায়ী হয়ে উঠে যখন তারা বৈষম্যের মুখোমুখি হয়, অনলাইনে নিগ্রহ ও শোষণের শিকার হয়, কিংবা সংঘাত-সহিংসতায় চুরি হয়ে যায় তাদের শৈশব। যেহেতু শৈশব প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে, তাই একুশ শতকের উপযোগী করে সনদ বাস্তবায়নের আশু কর্তব্য ঝালাই করে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সনদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কেন জানা প্রয়োজন?
যদি শিক্ষার্থীরা তাদের কী কী অধিকার আছে তা না জানে, তাহলে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা লড়াই করতে পারবে না, আবার অন্য লোকজনের অধিকার আদায়ের লড়াইয়েও সহায়তা করতে পারবে না।

এই সনদ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এটাকে কেন্দ্র করে তাদের সক্রিয়তা ও সচেতনতা বাড়াতে পারে, যাতে আজকের ও আগামী প্রজন্মের প্রতিটি শিশুর জন্য তাদের প্রতিটি অধিকার পূরণ হয়।

শিশু অধিকার সনদের ব্যাপারে যতো অতিকথা ও ভুল ধারণা

সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং নিজের মতামত জানানোর অধিকার অগ্রসর করার কলাকৌশল

সহযোগিতামূলক শিক্ষা সব শিক্ষার্থীর কথা বলা ও শোনার সুযোগ নিশ্চিত করে। একে এগিয়ে নিচের কয়েকটি কৌশল কাজে লাগানো যেতে পারে।

কথাসঙ্গী – শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং শ্রেণীকক্ষের সবাইকে তাদের চিন্তা ও মতামত জানানোর আগে জোড়ায় জোড়ায় সে বিষয়ে কথা বলবে।

চিন্তা-জোড়াবদ্ধ কাজ-সবাইকে জানানো (থিংক-পেয়ার-শেয়ার) – প্রত্যেক শিক্ষার্থী একা একা কাজ করে তার মতামত বা প্রশ্নের উত্তর তৈরি করবে। তারপর অন্য কোনো সহপাঠীর সাথে জোড়া বেঁধে তার সাথে সে বিষয়ে আলোচনা করে আরেক জোড়া শিক্ষার্থীদের মতামত ও উত্তর শুনবে।

তুষারগোলাক ছোড়া (স্নোবলিং) – শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ জোড়ায় কোনো বিষয়ে আলোচনা করবে। তারপর তাদের সাথে আরেকটি জোড়া যোগ দিবে, তারপর আরেকটি... এভাবে চলতে চলতে সেই দলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২ থেকে ৪ থেকে ৬ ইত্যাদি রূপে বাড়তে থাকবে।

কথাশোনার ত্রিভুজ (লিসেনিং ট্রায়াঙ্গেলস) – শিক্ষার্থীদেরকে তিন জনের একেকটি দলে ভাগ করে দিয়ে একেকজনকে বক্তা, প্রশ্নকর্তা অথবা নোট নেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী বক্তা আলোচ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে (অথবা কোনো বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করবে)।
- প্রশ্নকর্তা সতর্কতার সাথে বক্তার কথা শুনে কোনো বিষয় স্পষ্ট করতে অথবা আরো বিস্তারিত জানতে চাইবে।
- নোটগ্রহীতা এই প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করবে এবং বক্তা ও প্রশ্নকর্তা উভয়কে তার প্রতিক্রিয়া জানাবে।

সংবেদনশীল বিষয়ে কীভাবে পাঠদান করবেন

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন: এসব কর্মকাণ্ডের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে আপনি যে আলাপ-আলোচনা করবেন সেটা সংবেদনশীলতার

WORLD'S LARGEST LESSON
In partnership with unicef
With thanks to UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

সাথে এবং শিক্ষার্থীদের পটভূমি ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে করতে হবে। আপনার শ্রেণীকক্ষটি যেন শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার জন্য নিরাপদ জায়গা হয়ে উঠে তা নিশ্চয় আপনি চান। কোনো কোনো শিক্ষার্থী বিশেষ কিছু আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে না চাইতে পারে। তাদের সেই চাওয়ার প্রতি সম্মান জানানো উচিত।

সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ করতে আপনি অভ্যস্ত হলেও এখানকার পরামর্শগুলোকে উপকারি স্মারক হিসেবে নিতে পারেন।

পাঠদান পর্ব শুরুর আগে:

- আপনি কি বিশেষ কোনো শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের কথা জানেন যে বা যারা শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট কোনো ইস্যু দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত? আপনি যদি তেমন কারো কথা জানেন, সেক্ষেত্রে তাকে আগেভাগে বলুন যে আপনি শিশু অধিকার বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং সে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী কিনা তা যাচাই করে নিন।
- যতোটা সম্ভব সমস্যার চেয়ে সমাধানের উপর দৃষ্টিপাত করুন।
- স্থানীয় প্রেক্ষিতে আপনার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হলে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের বয়স, লিঙ্গ বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরি করতে পারেন যাতে তারা অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়।

“শ্রেণীকক্ষের চার্টার/নিয়মনীতি”

শ্রেণীকক্ষে অন্তর্ভূক্তিমূলক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল আলোচনা পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে আপনার কোনো সাধারণ “নিয়মনীতি” থাকলে পাঠদান পর্বের শুরুতে যখন আপনি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সংবেদনশীল বিষয় আলোচনার প্রসঙ্গ তুলবেন তখনই সেটা উল্লেখ করুন।

যদি আপনার তেমন কোনো নিয়মনীতি না থাকে, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে সেটা কি তৈরি করতে পারেন? সেক্ষেত্রে তা তাদের তীক্ষ্ণ চিন্তা ও সহানুভূতি প্রকাশের চর্চা করতে সাহায্য করবে এবং তারা নিয়মনীতির ব্যাপারে আরো অংশীদারিত্ব ও নিয়ম মানার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা বোধ করবে। নিয়মিত ব্যবহারের জন্য নিয়মনীতির অলংকরণ করে শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শন করা যেতে পারে। চটপটে প্রশ্ন:

- প্রত্যেকে যাতে তার মতামত প্রকাশ করতে নিরাপদ বোধ করে তা নিশ্চিত করতে আমাদের কী কী নিয়ম থাকা উচিত বলে আপনার মনে হয়?
- শুধু আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থীরা নয়, সবাকে নিজের কথা বলার সুযোগ আমরা কীভাবে দিতে পারি? (একবারে শুধু একজন কথা বলবে; কথা বলার সময় কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না; অন্যেরা কী বলে তা মনোযোগ সহকারে ও শ্রদ্ধাশীল থেকে শুনুন)
- কেউ যদি তার মতামত প্রকাশ করতে না চায় তাহলে আমাদের কী করা উচিত? (তার চাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান এবং তাকে কথা বলতে বা বিব্রত হতে বাধ্য করবেন না: মতামত ব্যক্ত করা কারো অধিকার, কোনো বাধ্যবাধকতা নয়)
- আমরা একে অপরের সাথে একমত হতে না পারলে কী ঘটা উচিত? বেদনাদায়ক বা অভদ্র পথে নয়, বরং সম্মানজনক উপায়ে আমরা কীভাবে ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারি? (ব্যক্তিটিকে বিনয়ের সাথে তার মতামতের পক্ষে যুক্তি দিতে বলুন যাতে আমরা তার অবস্থান আরো ভালভাবে বুঝতে পারি; তার চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করুন, ব্যক্তিটিকে নয়; তার চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করার জন্য ব্যক্তিটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন এবং বুঝিয়ে বলুন যে আপনি ভিন্নভাবে ভাবেন এবং কেন আপনার মত ভিন্ন সেটাও ব্যাখ্যা করুন; ভিন্নমত জানানোর সময় বলুন “আমার মনে হয়...”, এমন ভাষা নয় “আপনি তো...”)
- কেউ মর্মাহত হলে আমাদের কী করা উচিত? (তাদেরকে কোনো বন্ধু কর্তৃক সান্ত্বনা দিতে দিন; তাদেরকে আলোচনা চালিয়ে যেতে অথবা আলোচনা ছেড়ে চলে যেতে সুযোগ দিন; তাদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করাবেন না কিংবা কী সমস্যা তা বলতে তাদেরকে বাধ্য করবেন না বরং তাদের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান।)

পাঠদান পর্বের শেষভাগে:

দলগত কাজ নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানানোর এবং যেকোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দিন।

- কোনো কিছুর ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন থাকলে পাঠ শেষে আপনার সাথে তাদের আলাদাভাবে কথা বলার সুযোগ আছে বলে জানান।
- শিক্ষার্থীরা চিন্তাশীল/সৃজনশীল/আকর্ষণীয় অবদান রাখার জন্য এবং পরস্পরের কথা বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে শোনার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।
- এই কঠিন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের মূল্যবান চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার কারণে আপনি তাদের নিয়ে গর্বিত এই কথাটি বলুন।
- আলোচনাটিকে একটি ইতিবাচক দিকে (ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে) নিয়ে যান।
- ইতিবাচক, সম্ভব হলে কৌতককর কোনো কিছু (বয়স উপযোগী গান, নাম, কৌতুক ইত্যাদি) দিয়ে পাঠ শেষ করুন।

পাঠদান পর্ব শেষে:

- শিক্ষার্থীদের পেরেশান করছে এমন কোনো বিষয় নিয়ে তারা কথা বলতে আপনার কাছে আসতে পারে মনে করে প্রস্তুত থাকুন।
- কোনো কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে, যেমন কোনো কিছুর ব্যাপারে আরো তথ্য ঘাঁটা, তা অনুসরণ করুন।

আরো পড়ুন:

শ্রেণীকক্ষে বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কীভাবে এগুবেন সেই ব্যাপারে নিচের উৎস থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ উপকারি হতে পারে।

অক্সফাম ইউকে’র বিতর্কিত বিষয়ে পাঠদানের নির্দেশিকা

শিশু অধিকার ও কেন তা গুরুত্বপূর্ণ: একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে শিশু অধিকারের সংযুক্তি

ইউনিসেফ কীভাবে শিশু অধিকারের ব্যাপারে সহায়তা করে সেই ব্যাপারে আরো জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: https://www.unicef.org